OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 217 - 223
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের অনুগল্পে জীবনভাবনা ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ

সুদেষ্ণা আদক
Email ID : sudeshnaadak733@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Imprint of identity, scientific attitude, heuristic conception, diversity, short vignettes, subtle incidents, wild flowers, colourful artistry, trivial incidents, harsh life reality.

Abstract

Banaful is one of the mostly noticeable and popular Author in the Bengali literature. His actual name is Balai Chand Mukhopadhyay. He was attentive about writing from his Childhood. He disguised himself by this pen name to keep his identity secret. He was a fiction writer, playwright, poet and essayist. By profession he was a doctor. He left his imprint of identity by writing innumerable poems, novels, short stories and essays. He was born on 19th July 1899 at village Monihari in Purnia district of Bihar of undivided India. Banaful wrote more than one Thousand of poems. Moreover, he composed 60 movels, near about 600 short stories, 5 dramas and lots of essays. He came in contact with familiar unknown people of different communities and different occupations coming every day to the Ganga Ghat and railway station adjacent to his house. The stories of those people evolved fluently in various compositions of Banaful and enriched his literature. Like Banaful, his father was also a doctor, and he was associated with social welfare work and various newspapers. Banaful's bountiful scientific attitude and heuristic conception made his literature at the peak of originality and individuality. His curious vision at human life and human characters made his writings filled with diversity and novelty. He portrayed subtle incidents of real life through simple stories. In short stories, he used simple languages with explicit messages. In Bengali the word 'Banaful' suggests 'collection of wild flowers'. Literally his compositions are also enriched with colourful artistry.

Banaful composed different shapes of short stories. The smallest short stories he composed are often just a half to one or two pages long. Banaful was mostly enthusiastic to compose these-format of shortvignettes. His short vignettes are free from dramatic and wordy sentences. Instead of fictitious words, he used deeply meaningful short words and sentences, which reflects the stories of real life. Banaful was a realistic author indeed. His level of drimagination did not incline to differ from reality. Most of his short stories creates deep thought attraction. By narrating a simple, trivial incident he gave a detailed account of harsh life reality. Most of his short vignettes are the manifestation of simplicity. In a few short meaningful sentences, he unveiled many complex issues of human life and character. His stories are the reflections of the experiences he had acquired throughout the life. In his short stories, Banaful beautified various feelings and emotions of human life in a

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

new way, new style. His short stories begins with the descriptions of simple neglected matters or incidents. But at the end of the story, only one or two sentences revealed the original flavour of the story. Banaful's short stories portrayed the greater meaning of the life.

Discussion

বাংলা সাহিত্য জগতের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং স্বনামধন্য লেখক হলেন বনফুল। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির বিষয়ে মনোযোগী হন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে আত্মপরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন। অজস্র কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক লেখার পাশাপাশি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তিনি স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার মনিহারী নামক গ্রামে ১৮৯৯ সালের ১৯শে জুলাই বনফুল জন্মগ্রহণ করেন। বনফুলের লেখা কবিতার সংখ্যা প্রায় এক হাজারেরও বেশি। এছাড়াও তিনি ৬০টি উপন্যাস, প্রায় ছ'শো মতো ছোটগল্প, ৫টি নাটক এবং অগুনতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বাড়ি সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট এবং রেলষ্টেশনে নিত্যদিন আগত পুণ্যার্থীদের এবং চেনা-অচেনা বহু যাত্রীদের বনফুলের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষ-জনের সংস্পর্শে আসেন তিনি। সেই সব মানুষজনের কাহিনি বনফুলের বিভিন্ন রচনায় সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে এবং তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বনফুলের পিতাও একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং তিনি সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পাওয়া সাহিত্যের পরিবেশ, পারিবারিক শিক্ষা ও অনুশাসনের বেষ্টনী যেমন বনফুলের সংযমী ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছিল, তেমনই তাঁর প্রত্যেকটি রচনাকে আদর্শ জীবন দর্শনের ভাবনায় আবদ্ধ রেখেছে। তাঁর উদার, বিজ্ঞানমনস্ক এবং অনুসন্ধানমূলক চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যকে মৌলিকতা ও স্বকীয়তার শীর্ষে স্থান দিয়েছে। মানবজীবন এবং মানব চরিত্রের প্রতি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিই তাঁর রচিত সাহিত্যকে বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব প্রদান করেছে। সহজ-সরল গল্পের মোড়কে বাস্তব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাবলীকে তিনি অবলীলায় তুলে ধরেছেন। তাঁর ছোটগল্পের ভাষা সহজ-সরল এবং স্পষ্ট বার্তাবাহক। 'বনফুল' - এই শব্দটির কথা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে সুদূর প্রসারিত গহীন অরণ্যের অসংখ্য বিচিত্র বন্য ফুলের সমাহার উদ্ভাসিত হয়, যা দৃষ্টি নান্দনিকতায় আনন্দদায়ক অনুভূতির আবেশ দেয়। আক্ষরিক অর্থে তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারও এমনই রঙ-বেরঙের শিল্পকলায় পরিপূর্ণ। ড. সুকুমার সেনের কথায় —

> "বলাইবাবুকে আমরা এখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ চম্পূ-লেখক, বলতে পারি। সুতরাং তাঁর 'বনফুল' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করা অসার্থক নয়। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে 'ফুল' আছে অর্থাৎ (কবিতা ও কাব্য) আছে, 'বন' অর্থাৎ উপবন— ফলপ্রসূ ও ছায়াবৃক্ষও আছে। তাঁকে আমরা আমগাছের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি আমের ফল সর্বজনগ্রাহ্য, আমের ফুল মধুকর ও কবিগণ জ্ঞাত।"[১]

বনফুল বিভিন্ন আকৃতির ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর রচিত সবথেকে 'ছোট' আকৃতির গল্পগুলো আধ পৃষ্ঠা থেকে এক বা দু-পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার 'মাঝারি' গল্পগুলো দু-পৃষ্ঠার থেকে বেশি কিন্তু পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বনফুল এমন আকৃতির অণুগল্প বিন্যাসে বেশি পরিমাণে উৎসাহী ছিলেন। একজন সাহিত্যিক যেখানে অনেক বড়ো বড়ো উপন্যাস রচনা করেছেন, সেই তিনিই কীভাবে মাত্র এক-দুই পৃষ্ঠার ছোটগল্প রচনা করতে পারেন— তা যথেষ্ট ভাবনার অবকাশ দেয়। বনফুলের ছোটগল্পগুলো অতিরঞ্জকতা এবং শব্দবহুল বাক্যের প্রয়োগ থেকে মুক্ত। কল্পিত শব্দমালার পরিবর্তে সংক্ষেপে অথচ গভীর অর্থপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের আশ্রয়ে বাস্তব জীবনের কাহিনিকে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিমায় সাহিত্যের পাতায় আবদ্ধ করেছেন। বনফুল প্রকৃতপক্ষে একজন বাস্তববাদী লেখক ছিলেন। কল্পনাকে তিনি বাস্তবের সাথে আলাদা হতে দেননি। পরিমিত শব্দপ্রয়োগ, কোনো ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের ঘটনাকে পাঠকগনের হৃদয়ে গভীরভাবে ভাবনার আকর্ষণ সৃষ্টি করে বনফুলের বেশিরভাগ গল্পগুলো। সবকিছু স্পষ্টভাবে না বলেও পাঠককে গল্পের সঠিক মর্মার্থ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাবতে বাধ্য করায় তার অণুগল্পগুলো। টানটান উত্তেজনার শেষে গল্পের রহস্য উন্মোচনের পর তাই শিহরিত হতে হয় প্রবল ভাবে। বনফুলের বেশিরভাগ অণুগল্পগুলোতে সরলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সরলতাকে নিরেটভাবে বুনন করেছেন, আলগা হতে দেননি কোথাও। মানবজীবনের অনেক জটিল বিষয়কে তিনি হাতেগোনা সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যের মধ্যেই বুদ্ধিদীপ্ত ও অর্থপূর্ণভাবে উন্মোচন করেছেন, যার মর্মার্থ হৃদয়ের অতলস্পর্শ করে জাগতিক অনুভূতির সঞ্চার করে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর প্রত্যেকটি গল্প জীবনবোধের ভাবনায় পরিপূর্ণ। অব্যর্থ উপমার প্রয়োগ তাঁর অণুগল্পগুলোকে পাঠককুলের অন্তরে স্থান দিয়েছে।

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল অনুভূতি। মানব চরিত্রের বিভিন্ন অনুভূতিগুলোকে বনফুল তাঁর গল্পে নবভাবে, নবরঙে, নবসাজে সজ্জিত করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ অণুগল্পের শুরুর দিকে সহজ সরল উপেক্ষিত বিষয়ের বর্ণনা থাকে। কিন্তু গল্পের শেষের দিকের কেবলমাত্র একটি বা দুটি বাক্যই যেন গল্পের আসল নির্যাসকে সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করে তোলে। আর এই শেষের দিকের একটি বা দুটি বাক্যই গল্পের প্রাণ ভোমরা রূপে সমগ্র অণুগল্পের কাহিনিকে অঙ্কন করে। অনেকটা ঠিক মেরুদণ্ড সোজা রাখার মতো গল্পের মূল বক্তব্যকে ধরে রাখে। ভাবতে বাধ্য করায় যে, এই একটি বাক্যই তো আসলে একটি গল্প, আলোড়িত করে পাঠক হৃদয়কে। বৃহত্তর জীবনের অর্থের সন্ধান মেলে বনফুলের গল্পগুলোতে। 'নিমগাছ' হল, বনফুল রচিত এমনই একটি গল্প। গল্পটিকে 'ছোটগল্প' না বলে 'অণুগল্প' বললেই বোধহয় এর বিচার যথার্থ ভাবে করা হয়। গল্পটি আকৃতিতে খুবই ছোটো, মাত্র আধপৃষ্ঠার। একঝলক দর্শনে গল্পটিকে কবিতা ভেবে দৃষ্টিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। গদ্য কবিতার আঙ্গিকে বিন্যস্ত কেবলমাত্র সাতাশটি বাক্যেই এই গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। সমগ্র গল্প জুড়েই বনফুল একটি নিমগাছের বর্ণনা যেভাবে অঙ্কিত করেছেন তা এককথায় প্রকাশ করা দুরূহ একটি নিম গাছের বর্ণনা যে এত সুন্দরভাবে কোনো সাহিত্যিক তুলে ধরতে পারেন, তা বনফুলের এই অণুগল্পটি পাঠ না করলে কল্পনা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। গল্পের প্রথম ছাব্বিশটি বাক্য জুড়েই রয়েছে একটি নিমগাছের অপূর্ব বর্ণনা, নিমগাছের ভেষজ গুণাবলী, মানব জীবনে তার উপকারিতার মাহাত্ম্যের জয়জয়কার। আর একদম শেষ বাক্যটি তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যে গল্পটি কেবলমাত্র আর একটি নিমগাছের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রইল না; গল্পটি হয়ে উঠলো বৃহত্তর মানবজীবনের স্বরূপ।

মানব জীবনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে নিমগাছ সম্পর্কযুক্ত। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ হিসেবে যেমন নিমগাছের ছাল বা পাতা ব্যবহৃত হয়, তেমনই নিমগাছের কচিপাতা সেবন করলে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আবার অনেকেই দাঁত ভালো রাখার উদ্দেশ্যে নিমগাছের কচি ডাল চিবোয়। মনুষ্য জগতে নিম খুবই উপকারী একটি গাছ হিসেবে পরিচিত। মানুষ সমস্ত রকম ভাবেই নিমগাছ থেকে উপকার গ্রহন করে। এমন বহুগুণ সম্পন্ন গাছ কবিরাজদের কাছে সবসময়ই প্রশংসা যোগ্য একটি বস্তু। কবিরাজের কাছে নিমগাছ যেসব কারণের জন্য এত প্রশংসনীয়, ঠিক সেই নিমগাছটিই কবির কাছে ভিন্ন মাত্রাই, ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত হয়ে গল্পটিকে এক অনন্যতা প্রদান করেছে। কবিরাজ ও কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য খুব নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন লেখক। কবিরাজের কাছে নিমগাছ প্রিয় কেবলমাত্র তার গুণাবলী ও ব্যবহারিক কার্যকারিতার জন্য, কিন্তু কবির দৃষ্টিমানসে অপরূপ সৌন্দর্য্যবোধ প্রাধান্য পেয়ে প্রকট হয়েছে।

"...ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।"[২]

গল্পের একদম শেষ লাইনে ব্যবহৃত এই বাক্যটিই রূপকের আড়ালে বাস্তবজীবনের যে চিত্র প্রতিচ্ছবিত করেছে, তা গল্পটিকে এক অসামান্য শিখরে স্থান দেয়। রূপকের আশ্রয়ে, ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যের মাধ্যমে বনফুল সমাজের চরম বাস্তবতা যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা তাঁকে অণুগল্পকার হিসেবে এবং অন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। মুক্তির প্রবল মনোবাসনায় অপেক্ষমান নিমগাছ ও 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটি' একাত্ম হয়ে গিয়েছে। কবির সাথে নিমগাছ চলে যেতে চাইলেও যেতে পারে না, কারন তার শিকড় যে মাটির অনেক গভীরতায় প্রবেশ করে সুদূর বিস্তৃত হয়েছে। একই রকম ভাবে আমাদের সমাজের গৃহবধুরা নিত্যদিন সাংসারিক জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। তাঁদের নিজস্ব চাহিদা, আশা-আকাঙ্খাগুলো বলিপ্রদত্ত হয় সাংসারিক বন্ধন, স্নেহ, মায়া, মমতা, সন্তান, পরিবার নামক প্রচলিত ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার জোরপূর্বক অভিপ্রায়ে। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব আর সামাজিক মূল্যবোধের আদর্শ তাঁদের কাছে অসহ্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যন্ত্রণাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এই বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে না। মনের গভীরে মুক্তির প্রবল ব্যাকুলতাকে বিসর্জন দিতে হয় তাঁদের। সাংসারিক চাপে জর্জরিত নারী-হৃদয় কালের প্রবাহে ভুলতে বাধ্য হয় তাঁদের নিজ সত্তাকে, মনের সুপ্ত বাসনাকে, আকুলতাকে; স্থান দেয় হৃদয়ের অতলেই, কারণ নিম গাছটির মতোই তাঁদের জীবনমূল অনেক গভীরে সম্পৃক্ত। মুক্তির ইচ্ছে থাকলেও, উপায় নেই। কবিরাজ ও কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের আড়ালে বনফুল যেভাবে সমাজের কঠোর বাস্তবতাকে উলঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন তা শৈল্পিক নান্দনিকতায় অসাধারণ। গৃহবধূদের ওপর হওয়া নির্যাতন, মানসিক দ্বন্দ্ব নিমগাছের রূপকাশ্রয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। গল্পের শেষ বাক্যটি বৃহত্তর মানব জীবনের এক গভীর ব্যঞ্জনা প্রদান করেছে। বাড়ীর গৃহবধূ যদি উপকারী নিমের মতো গৃহকর্মে দক্ষ হন, লক্ষ্মী বউ হন তাহলে তিনি সর্বত্র কদর পান। সমাজের সবকিছুর বিচার ব্যবহারিক গুণাবলীর নিরিখেই বিবেচিত হয়, বাকি সমস্ত কিছুই সেখানে অবহেলিত। এত উপকারী হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে নিম গাছের কেউ যত্ন করে না, ঠিক তেমনই গৃহবধূরা পরিবারের জন্য যতই মঙ্গলদায়ক হোক না কেন তাঁদের স্থান হয় এক কোণে, অনাদরে অবহেলায়। নিম গাছের মতো তাঁদেরও কোথাও নড়বার পথ নেই। কয়েকটি বাক্যের এই গল্পটিতে বনফুল যেভাবে সমাজের চরম সত্যকে অনায়াসে রূপদান করেছেন, তা তাঁকে অণুগল্পের সাম্রাজ্যে এক বিশিষ্ট পদে আসীন করেছে।

বনফুল রচিত 'আত্ম-পর' অণুগল্পটি মাত্র উনিশটি বাক্যেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় না করেই বনফুল যেভাবে গভীরতম হৃদয়স্পর্শী আত্মবিশ্লেষণকে তুলে ধরেছেন তা তাঁর অসামান্যতার পরিচায়ক। গল্পের কথক সারা সকাল জুড়ে পরিশ্রম করার পর দুপুর বেলায় যখন একটু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছেন, —

> "অমনি মুখের উপর খপ্, ক'রে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখীর ছানা। লোম নেই - ডানা নেই- কিম্ভুতকিমাকার! রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল - টপ্ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিক পাখীদের আর্তরব শোনা যেতে লাগল।"[৩]

সামান্য অনুশোচনাবোধ নিয়ে গল্প কথক খানিকক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে নিদ্রা গেলেন। এই ঘটনার প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে হঠাৎ একদিন কথকের সবচেয়ে আদরের একমাত্র ছেলে শচীন সর্পাঘাতে মারা গেলেন। ডাক্তার-কবিরাজ-ওঝা-বদ্যি সবাইকে দিয়ে শচীনকে বাঁচানোর সমস্ত রকমের প্রয়াস ব্যর্থ হল। বহুদিন পর কথকের হঠাৎ করে সেই পাখির ছানাটির কথা স্মরণ হল। অসহায় ছানাটিকে বেড়ালটি খেয়ে নেওয়ার পর পাখীদের যে তীব্র রব তিনি শুনেছিলেন, তা আসলে সন্তান হারানো পক্ষীমাতাদের তীব্র আর্তনাদ আর বুকফাটা হাহাকার। তাদের তারস্বরে চিৎকারের মধ্যে যে কষ্টদায়ক যন্ত্রণা ছিল, তখন কথক তা উপলব্ধি করতে পারেননি। নিজের একমাত্র সন্তানকে হারানোর পর মাতৃহৃদয়ের সেই বুকফাটা আর্তরবকে তিনি অনুধাবন করলেন। আসলে পশু, পাখি, মানুষ নির্বিশেষে সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যেই জাগতিক অনুভূতিগুলো একই, শুধু প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হয়। গল্পটির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বার্তাও দিয়েছেন বনফুল। অন্যের ক্ষতিসাধন করলে নিয়তির অদ্ভূত পরিহাসে নিজেকেও ভবিষ্যত ক্ষতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাইশটি বাক্যের এমনই একটি অণুগল্প হল 'বাড়তি মাশুল'। গল্পকথকের একজন ছেলে তারকেশ্বরের মেলা দেখতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধানের পরেও ছেলেটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সময়ের কালপ্রবাহে ধীরে ধীরে সেই স্মৃতি অবলুপ্ত হতে থাকে কথকের মন থেকে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ একদিন বোম্বে মেলের একটি কামরায় বসা থাকা একজন ছেলের মুখের সাথে নিজের হারানো ছেলের সাদৃশ্য খুঁজে পান কথক। হারানো ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে কথকের হৃদয় উদ্বেলিত হয়, বাঁধনহারা খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠেন তিনি। বোম্বে মেলে উঠে ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিশ্চিত হন, এটিই তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছেলে। কিন্তু ছেলেটির সাথে কথা বলে নিরাশ হতে হয় কথককে। আসলে মুখাবয়বের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও এটি তাঁর হারিয়ে যাওয়া সন্তান নয়। ততক্ষণে কথক ভুল পথে নিজের গন্তব্য থেকে বহুদূরে চলে এসেছেন। বর্ধমানে নেমে কথক আবার বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরলেন। এর ফলে কথককে বাড়তি মাশুল অর্থাৎ অতিরিক্ত টাকা দিতে হল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'বাড়তি মাশুল' কথাটির মাধ্যমে বনফুল গল্পে অতিরিক্ত টাকার কথা উল্লেখ করলেও আসলে নিজের হারানো ছেলেকে নতুন করে আবার হারানোর মাধ্যমে কথকের হৃদয়ে হঠাৎ আগত দুঃখভরা যাতনাকে তীব্রভাবে উসকে দেওয়ার বাড়তি মাশুলের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। 'বাড়তি মাশুল' - এই কথাটি তাই উপমার আড়ালে কথকের অশ্রুসিক্ত অতিরিক্ত আবেগ ও যন্ত্রণার সমার্থক স্বরূপ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অণুগল্পগুলোর শব্দচয়নে বনফুল অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে গল্পগুলোকে একদম সাদামাটা বলে মনে হলেও গল্পগুলো ইঙ্গিতপূর্ণ গভীর বার্তাবাহক। গল্পের আসল কাহিনিরস বনফুল স্পষ্টভাবে লেখেন না, তা পাঠককে তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করার জন্য তুলে রেখে দেন।

'নিমগাছ' অণুগল্পে ভারতীয় সমাজে অবহেলিতা, নির্যাতিতা নারীদের যে স্বরূপ বনফুল এঁকেছেন, তা সূর্যালোকের ন্যায় আরো তীব্র হয় 'রামায়ণের এক অধ্যায়' নামক অণুগল্পে। অণুগল্পটি আকৃতিতে এমনিতেই খুব স্বল্প, বনফুল সেটিকে আবার প্রাসঙ্গিক দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বটি হল 'অভিনয় কান্ড'। দ্বিতীয় পর্বটির কোনো নামকরণ করেননি তিনি, সুচারু ভাবে তা পাঠকের জন্যে রেখে দিয়েছেন। গল্পটি পাঠ করার পর দ্বিতীয় পর্বের নামকরণ কী হতে পারে তা খুব সহজেই অনুমেয়। অণুগল্পকার হিসেবে বনফুলের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক এখানেই। তিনি খোলসা করে সবটা বলেন না, কিন্তু উপকরণ ও উপাদান সঠিক শব্দে বেঁধে পাঠকের হৃদয়ে মোচড় দেন। আধপৃষ্ঠার গল্পপাঠের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় গল্পের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে। অতি সামান্য, তুচ্ছ, সাধারণ ঘটনাবলীর শেষটা এমন টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয় যে তার রেশ হয় দীর্ঘস্থায়ী। গল্পের প্রথম পর্বে মঞ্চস্থ যাত্রায় সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে অনুশোচনাবোধে বিদ্ধ রামচন্দ্রের দর্শন মেলে। সীতার শোকে বিলাপ বকছেন রামচন্দ্র। মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত রামচন্দ্র দেবীরূপী সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে রাজত্ব, ঐশ্বর্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এমনকি কুলগুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে নীতিবাক্য শোনাতে শোনাতে নিষ্ফল হলেন। দ্বিতীয় পর্বে রামচন্দ্রের চরিত্রাভিনেতা নকুড় মাইতি ভোররাতে মদ্যপ অবস্থায় কোনো রকমে বাড়ি ফিরলেন। গভীরঘুমে আচ্ছন্ন স্ত্রী হরিমতি অনেকক্ষণ পরে দরজা খুললেন। রামরূপী নকুড় মাইতির ভন্ডামি প্রতিধ্বনিত হল - "হারামজাদি, আধঘন্টা ধরে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই?"[৪] অবলা স্ত্রীর উপর চলল মারধর, লাথি।

ভন্ডামি আর বাস্তবতার মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে তা বোঝানোর জন্য এই কয়েকটি বাক্যই যথেষ্ট। আদর্শ পুরুষের সংজ্ঞা বলতে গেলে সর্বপ্রথম যার নাম স্মরণ হয় তিনি হলেন শ্রীরামচন্দ্র। এত বৎসর পরেও রামায়ণ আমাদের সুশিক্ষা দান করতে পারেনি। রামের মুখোশধারী পুরুষরা সঠিক সময়ে ঠিক যেন রাবণ রূপে প্রকটিত হন। নারীদের ওপর হওয়া নির্যাতনের চিত্র এখনও সমমাত্রায় বিদ্যমান। বনফুল সংক্ষিপ্ত রসহীন কয়েকটি বাক্যে ভন্ডামির মুখোশে লুকিয়ে থাকা মানব চরিত্রের দ্বিচারিতাকে বাস্তবতার আয়নায় প্রতিফলিত করলেন।

'উৎসব দেবতা' অণুগল্পে জনৈক ব্যক্তির বাড়ি সাজ সাজ রবে মুখরিত হয়েছে। দেবতার কাছে করা মনের সুপ্তবাসনা পূর্ণ হয়েছে, তাই ঢাক-ঢোল, বাঁশি, সানাই বাজিয়ে মহাসমারোহে দেবতার পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তীব্র আওয়াজে সাধারণ কথাবার্তা শোনাও যাচ্ছে না। এত জাকজমকপূর্ণ আয়োজন সত্ত্বেও উৎসব দেবতা মন্ডপে প্রতিমূর্ত হননি। উৎসবের এত মুখরিত কলরব দেবতার কানে এসে পৌঁছায় নি -

"...ডাক তো আসেনি। কোন সাড়াশব্দও তো পাইনি। ...কই, শুনি নি তো।"[৫]

নর্দমার ধারে অনাবিল হাসিতে মেতে ওঠা, ক্রীড়ারত দুটো শিশুর থেকে উৎসবের ডাক পেয়েছেন তিনি। মনের আনন্দে শিশুদ্বয় ধূলো দিয়ে মন্দির তৈরি করছে, ভেঙে পড়ছে, আবার গড়ছে। নির্মল হাসি আর উচ্ছাসে মেতেছে তারা। কোনো আয়োজন নেই, তারস্বরে সঙ্গীত নেই, অথচ সত্যিকারের উৎসবে সামিল হয়েছে তারা। আর উৎসব দেবতাও সবার অজান্তে সেখানে বিরাজ করছেন। আড়ম্বর আর জাঁকজমকের বাহারের মাঝে প্রকৃত আনন্দ হারিয়ে যায়। উৎসবও তার রঙ হারায়। জৌলুসময় অপ্রয়োজনীয় দেখনদারির মাঝে অর্থের চাকচিক্য শোভা পায় শুধু, মনের পবিত্রতা, নির্মলতা আর উৎসবের আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় না। কোনো রকম ভনিতা ছাড়াই এক পৃষ্ঠার অণুগল্পে বনফুল মানুষের ভোগবিলাসি, ঢক্কানিনাদপূর্ণ জীবনযাপন ও উৎসবের আয়োজনকে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষে প্রতিস্থাপন করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অতি সংক্ষিপ্ত 'পাখীদের মধ্যে' অণুগল্পে কোকিলের বাচ্চাকে মা কাকের রোজ খাওয়ার খাওয়ানোর মাধ্যমে পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে উদ্ভূত আত্মকেন্দ্রিকতাকে কটাক্ষ করেছেন বনফুল। মানুষের মত রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ পাখীদের মধ্যে নেই। উদারতা, প্রেম-প্রীতি, সবাইকে আপন করে ভালোবাসার সুখানুভূতির বদলে মানুষ বড্ড বেশি শুধুমাত্র নিজেরটাই বুঝে নিতে রপ্ত হয়েছে। উপমার অন্তরালে তীব্র বিদ্রূপে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন তিনি। অপরদিকে 'তাজমহল' অণুগল্পে ফকির শাজাহান নামক এক হতদরিদ্র ভিখারির, আধখানা মুখ পচে যাওয়া স্ত্রীকে বাঁচানোর আপ্রাণ প্রয়াস এবং শেষে মৃত স্ত্রীর জন্যে নিজের হাতে কবর গাঁথাকে সম্রাট শাজাহানের প্রিয়তমার স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি তাজমহলের সাথে তুলনা করেছেন বনফুল। নিখাদ ভালোবাসার এই কাহিনি ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রেমের অনুভূতিগুলো যে সমান হয়, তারই জয়গান করে। ভিখারির এই পত্নীপ্রেম সম্রাট শাজাহানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। 'হাসির গল্প' অণুগল্পের মূলচরিত্র হরিহর চূড়ান্ত অর্থকষ্ট ও ব্যাধিতে আক্রান্ত। তীব্র জ্বর নিয়ে তাঁর পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েটি রোগশয্যায় শায়িত, বারান্দায় একটি শিশু ক্ষিদের জ্বালায় ক্রন্দনরত, পাওনাদার মুদি বিল নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত, আর এইদিকে সাংসারিক জ্বালায় জর্জরিত স্ত্রী রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করেছে। এমন এক অভাবী, ঋণগ্রস্ত হরিহর বাবু হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে গরম জলে পা দুটো ডুবিয়ে ফুটবাথ নিতে নিতে "...একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম।"[৬]

অভাব-অনটন আর সাংসারিক চাপে পিষ্ট হতে থাকা এমন মানুষগুলোই অন্যদের হাসি-খুশি, নির্মল আনন্দের খোরাক যোগান দিয়ে চলেছেন। একটি মাত্র বাক্যেই জীবনের চরম বৈপরীত্যকে আঁকলেন বনফুল। জীবনের রঙ্গ-তামাশার আড়ালে যে নিদারুণ নিয়তির পরিহাস অন্তর্নিহিত, তা ভাবনার উদ্রেক জাগায় তাঁর অণুগল্পগুলো। ঠিক এই কারণেই তাঁকে অণুগল্পের প্রকৃত রূপকার হিসেবে অভিহিত করা যায়।

'এককোঁটা জল' অণুগল্পে ছেলেবেলায় মাকে হারানো জমিদার শ্যামবাবু মাতৃদুগ্ধের অভাব কখনও টের পাননি। নিজের মাকে হারানোর স্মৃতিটুকুও নেই তাঁর কাছে। বাড়ির গাভী মঙ্গলার দুগ্ধ পান করেই তিনি হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন। সেই গাভীর মৃত্যু তাঁকে সত্যিকারের মা হারানোর যন্ত্রনায় বিদ্ধ করেছে। তাই তাকে হারিয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করেছেন। গরুকে শুধু মাতৃ সম্বোধন নয়, মাতৃরূপে পূজা করেছেন তিনি। 'ভিতর ও বাহির' অণুগল্পের বিপত্নীক রামকিশোরবাবু পেশায় উকিল হওয়ার কারণে তাঁর বাহ্যিক মন সর্বদা মিথ্যের আশ্রয়ে পরিচালিত। ফলত অন্তরাত্মা বহুদিন যাবৎ মৃতপ্রায়। এমন রামকিশোরবাবুর ভেতরের মনটা আত্মগ্লানিতে অসহায়ভাবে ডুকরে কেঁদে ওঠে, যখন ভুলবশত দেওয়া তারই পেশাদারি পরামর্শ সন্তান ধারণে অক্ষম নিজ কন্যাকে কল্পনাতীত ভাবে দাম্পত্য বিচ্ছেদের মত করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। হৃদয়স্পর্শী চিন্তা ভাবনাকে আমরা প্রায়শই বাহ্যিক সাময়িক লাভ-ক্ষতির আকাঙ্ক্ষাই দমিয়ে রাখি, সময়ের নির্দয়তা সেই লাভ-ক্ষতির হিসেবকে দাঁড়ি-পাল্লায় সমান ভাবে ওজনের নিমিত্তে চরমতম ভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনাদায়ক যাতনার সম্মুখীন করে। সামান্য কিছু ঘটনা জীবনে কীভাবে গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে, তার প্রতিফলনে বনফুল সত্যিই অসামান্য। বনফুলের অণুগল্পগুলোতে জীবনের এমনই খণ্ড খণ্ড চিত্র প্রতিধ্বনিত হয়। আর এই খণ্ডচিত্রই জীবনের হাজারো জটিল রহস্যের এক একটি অধ্যায়কে এক লহমায় উন্মোচিত করে।

বনফুলের আগেও অনেক অণুগল্প রচিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লিপিকা' গ্রন্থে বেশ কিছু সার্থক অণুগল্পের সন্ধান মেলে। তবে বনফুলের মত এত বিশাল পরিমাণে এবং এত বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ অণুগল্প রচনা করেননি। গল্প লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে বনফুল তাঁর প্রিয়বন্ধু পরিমল গোস্বামীর উৎসাহ ও আগ্রহের কথা বিশেষ ভাবে বলেছেন। তাঁর অণুগল্পগুলোতে একধরনের কাব্যিক মেজাজ ধরা পড়ে। 'অণুগল্পকার' ও 'বনফুল' শব্দদুটোকে একে অপরের সমার্থক বলা চলে। এত বেশি পরিমাণে লেখার কারণ হিসেবে বনফুল তাঁর ঋণ পরিশোধ করার তাড়নার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থ সমস্যায় জর্জরিত বনফুলের সমস্ত রচনা হয়তো সেই কারণে সৃষ্টির সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ হতে পারেনি বলে অনেকে সমালোচনা করেন। তাঁর লেখা অণুগল্পের সার্থকতা ও যথার্থতা নিয়ে যতই প্রশ্নচিহ্ন থাকুক না কেন, একজন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ঘটনার ঘনঘটা, শব্দ প্রাচুর্যতার পরিবর্তে বনফুল একটি ঘটনার সাথে অপর একটি ঘটনার তুলনা টেনে তাঁর বক্তব্যকে একমুখী ও স্পষ্ট ভাবে তুলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধরেছেন। তাঁর বেশিরভাগ অণুগল্পের শেষের বাক্যগুলো যেন সমস্ত জীবনের অর্জিত জীবনবোধের উপলব্ধি। মৃৎশিল্পীর ন্যায় শৈল্পিক কারুকার্যে বনফুল জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থকে, মানব চরিত্রের হাজারো ভালো-মন্দ দিকগুলোকে, জীবন সত্যকে তাঁর সাহিত্যদর্পণে অনায়াসে সহজ ভাষায় প্রাণদান করেছেন। বনফুলের গল্পগুলোর আকার-আয়তন যেমন ভিন্ন ধরনের, তেমনই গল্পের বিষয়বস্তুগুলো এতই বৈচিত্র্যময় যে একের অধিক গল্পগুলোকে বিশেষ কোনো শ্রেণীতে বা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা দুঃসাধ্য হয়ে দাড়ায়। তাঁর অণুগল্পে যেমন নির্মল হাস্যরসের উপাদান মেলে ঠিক সেভাবেই সমাজের রুক্ষ বাস্তবতা, কঠোরতা, প্রেম, বিচ্ছেদ, দুঃখ, গ্লানিময় জরাজীর্ণ পৃথিবীর ক্লান্তিকর অনুভূতিগুলো সীমাহীনভাবে উঠে আসে। সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি বনফুল একজন চিত্র শিল্পীও ছিলেন। বনফুলের সাহিত্যানুরাগী ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বনফুলের ফুলবন' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে স্রষ্টা সাহিত্যিকদের দুটি জাতে বা শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন—একটি জাতকে তিনি অভিহিত করেছেন 'গুটিপোকার দল' বিশেষণে, আর অপর জাতটির নামকরণ করেছেন 'বাবুই পাখির দল' হিসেবে। দুটো জাতেরই জীবনধারণ প্রণালী, খাদ্য-সংগ্রহের প্রক্রিয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ড. সুকুমার সেনের ভাবনায় -

> "...গুটিপোকা-সাহিত্যিক খোঁজেন ভাবের বৈচিত্র্য, বাবুই-সাহিত্যিক খোঁজেন বিষয়ের ভিন্নতা। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক। তিনি কবিও ছিলেন। কবিতা বুঝতেন, কবিতা লিখতেন। তবে তাঁর চোখ ছিল সজাগ - বাইরের দিকে, অতন্দ্রিত ভাবে শুধু অন্তরের দিকে নয়।"[৭]

Reference:

১. সেন, সুকুমার, বনফুলের ফুলবন, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, দোলপূর্ণিমা ১৩৬৫, পৃ. ৬
২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫৮, পৃ. ৫২৪
৩. তদেব, পৃ. ৭
৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুল রচনাবলী (দশম খন্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃ. ৩৪৭
৬. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫৮, পৃ. ৩৭৭
৭. সেন, সুকুমার, বনফুলের ফুলবন, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ - দোলপূর্ণিমা ১৩৬৫, পৃ. ৯

Bibliography:

মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুল রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০
ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র, ছোটগল্পের পর্ব-পর্বান্তর, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯